

স্মারক নং- ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৪৮.১৯৪.১০- ২৮৮

তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৪৯৬টি (শুধুমাত্র আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচিভূক্ত ২৩৮ টি উপজেলা এবং আত্মকর্মসংস্থান ও পরিবারভিত্তিক উভয় কর্মসূচীভূক্ত ২৫৮টি উপজেলা) উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হলোঃ

ক. ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নীতিঃ

- প্রতিটি উপজেলায় কর্মরত সি,এস সংখ্যার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ও খেলাপী আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ;
- ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করার লক্ষ্যে উপজেলাগুলোকে সাধারণ ৪০৬টি, পাহাড়ী ২৫টি (রাজমাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলার সকল উপজেলা), হাওড় ১৩টি (অষ্টগ্রাম, মিঠামঙ্গল, ইটনা, নিকলী, খালিয়াজুড়ী, মদন, দুর্গাপুর, কণমাকান্দা, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, শাল্লা, বিশ্বম্ভরপুর ও আজিমিরিগঞ্জ) দুর্গম দ্বীপ ৬টি (মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা, হাতিয়া ও চৌহালী) উত্তরবঙ্গ প্রকল্পভূক্ত ৪৬টি (রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর জেলার সকল উপজেলা) অর্থাৎ ৫ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতি ক্যাটাগরির জন্য আলাদাভাবে বিতরণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

৩. বিতরণ এবং খেলাপী আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা আত্মকর্মসংস্থান ও পরিবারভিত্তিক উভয় কর্মসূচি মিলেই নির্ধারিত হয়েছে।

খ. বিভিন্ন ক্যাটাগরির উপজেলায় জন প্রতি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণঃ

- সাধারণঃ শ্রেণী (৪০৬ টি উপজেলা ২০২ আত্মঃ+২০৪ উভয় কর্মসূচি)ঃ আত্মকর্ম উপজেলার ক্ষেত্রে প্রতি উপজেলায় কর্মরত প্রতিজন সি.এস মাসে ন্যূনপক্ষে ২ জন নতুন সদস্য (উপকারভোগী/ঋণীকে) গড়ে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা করে বছরে ২৪ জন সদস্যকে (উপকারভোগী/ঋণীকে)- $24 \times 40000 = 9,60,000/-$ (নয় লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করবেন। যাদেরকে অন্যান্য দফায় ঋণ দেয়া হবে তা এ লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

- পার্বত্যজেলাধীন (রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি)ঃ ২৫টি উপজেলাঃ হাওড় এলাকায় (অষ্টগ্রাম, মিঠামঙ্গল, ইটনা, নিকলী, কুলিয়ারচর, বাঁজতপুর, তাড়াইল, খালিয়াজুড়ী, মোহনগঞ্জ, মদন, তাহেরপুর, ধর্মপাশা, শাল্লা) ১৩টি উপজেলা এবং দুর্গম দ্বীপ এলাকার (মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা, হাতিয়া ও চৌহালী) ৬টি উপজেলাসহ মোট ৪৪টি উপজেলায় কর্মরত প্রতিজন সি,এস ন্যূনপক্ষে মাসে ১(এক) জন নতুন সদস্যকে গড়ে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা করে বছরে ১২(বার) জন সদস্যকে (উপকারভোগী/ঋণীকে) $12 \times 40000 = 8,80,000/-$ (চার লক্ষ আশি হাজার) টাকা ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করবেন। যাদেরকে অন্যান্য দফায় ঋণ দেয়া হবে তা এ লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

- উত্তরবঙ্গ প্রকল্পভূক্ত উপজেলা (৪৬টি উপজেলা)ঃ উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পের নিজস্ব ঋণ কার্যক্রম রয়েছে বিধায় এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা বিগত বছরের ন্যায় এবছরও সীমিত রাখা হয়েছে। এর আওতাভুক্ত ৪৬টি উপজেলায় প্রতিজন সি,এস বছরে ন্যূনপক্ষে ১২জন নতুন সদস্য (উপকারভোগী/ঋণীকে) প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক প্রতিজনকে গড়ে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা করে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করবেন, সে হিসাবে এই ৪৬ টি উপজেলায় সি,এস প্রতি বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা $80,000 \times 12 = 8,80,000/-$ (চার লক্ষ আশি হাজার) টাকা এ সকল উপজেলায় উত্তরবঙ্গ প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ বিতরণ ও আদায় লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত।

৪. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচিভূক্ত উপজেলাঃ

৪.১) ১০৭টি উপজেলাঃ উত্তরবঙ্গ প্রকল্পভূক্ত ১০টি উপজেলা (মিঠাপুকুর, সৈয়দপুর, জলঢাকা, ফুলবাড়ী, বোদা, লালপুর, নাটোর সদর, গাইবান্ধা সদর, লালমনিরহাট সদর ও তেঁতুলিয়া) পার্বত্য ১টি উপজেলা (লামা), হাওড় ১টি উপজেলা (মদন), দুর্গম দ্বীপ ১টি উপজেলা (চৌহালী) ভুক্ত মোট ১৩টি পরিবারভিত্তিক উপজেলায় ১টি করে নতুন কেন্দ্র এবং অন্যান্য ৯৩টি উপজেলায় ২টি করে নতুন কেন্দ্র গঠন করতে হবে। খালিয়াজুরি উপজেলা জনবল স্বল্পতার কারণে নতুন কেন্দ্র গঠনের জন্য বিবেচিত হয়নি। উভয় কর্মসূচিভূক্ত উপজেলাতে সি,এস প্রতি বিতরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয় কর্মসূচির বিতরণকে যোগ করে দেখাতে হবে।

৪.২) নতুন সম্প্রসারিত ১৫১ উপজেলা(১৫১)ঃ উত্তরবঙ্গ প্রকল্পভূক্ত ২১টি উপজেলা (পীরগঞ্জ, পীরগাছা, গঙ্গাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, ডোমার, ডিমলা, পাটগ্রাম, কালিগঞ্জ, আদিতমারী, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, উলিপুর, নাগেশ্বরী, ভূরঙ্গামারী, রাজারহাট, অটোয়ারী, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম ও বাগতিপাড়া) এবং কাউখালী- রাজমাটি ও উখিয়া ২টি উপজেলার জনবল স্বল্পতার কারণে মোট ২৩টি উপজেলা ব্যতীত বাকী ১২৮টি উপজেলায় ১টি করে নতুন কেন্দ্র গঠন করতে হবে। বাকী ২৩টি উপজেলার মধ্যে উত্তরবঙ্গ প্রকল্পের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি থাকায় এবং ২টি উপজেলায় জনবল সংকট থাকায় এ বছর কোন বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা থাকবে না।

গ. শুধুমাত্র আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি অংশে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিতরণের পরিমাণ এবং নতুন সদস্য(উপকারভোগী/ঋণী সংখ্যা)বেশী হতে পারে।

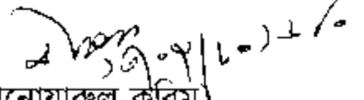
ঘ. আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (উভয় কর্মসূচীর জন্য):

১. যে কোন মূল্যে উভয় কর্মসূচীর চলমান আদায় শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ ঋণ খেলাপী কোনভাবেই বাড়তে দেয়া যাবে না ;
২. কিংস্তি খেলাপীর টাকা কোনভাবেই ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হতে দেয়া চলবে না। কিংস্তি খেলাপীর সমুদয় অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
৩. উপজেলায় কর্মরত প্রতিজন সি.এস এর বিপরীতে খেলাপী আদায়যোগ্য টাকা হতে প্রতি মাসে প্রতি লক্ষ টাকার বিপরীতে ন্যূনপক্ষে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা আবশ্যিকভাবে আদায় নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরীখে খেলাপী আদায়ের পরিমাণ বেশী হতে পারে।
৪. যে সকল উপজেলায় অধিক পরিমাণে খেলাপী রয়েছে সেসকল উপজেলায় কার্যকর মোটিভেশন এবং বিশেষ কৌশল গ্রহণ করে খেলাপী আদায়পূর্বক বিতরণযোগ্য ঋণ তহবিল বাড়তে হবে।
৫. উত্তরবঙ্গ প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহে রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মসূচী(প্রকল্প) হতে বিতরণকৃত ঋণ শতভাগ আদায়সহ খেলাপী হতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. সাধারণ নির্দেশনা :

১. বর্ণিত নির্দেশনা মাফিক উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ তার উপজেলায় কর্মরত সি.এসগণের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণ, চলতি ও খেলাপী আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে মাসিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং সে মাফিক মাস ভিত্তিতে কর্মসূচি পরিচালনা ও তদারকী করবেন। আগামী ২১/০৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সংযুক্ত ছক মাফিক কর্মপরিকল্পনা জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
২. সাধারণভাবে তহবিলের অভাবে বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা বেশ কিছু সংখ্যক উপজেলায় চলমান ও খেলাপী ঋণ আদায়ে সংশ্লিষ্ট জনবলের তৎপরতা যথেষ্ট না থাকায় অথবা তাদের দায়িত্ব পালনে উদাসীনতার কারণে বিপুল অংকের টাকা খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে।
৩. প্রতিমাসে পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সে মাফিক ঋণ বিতরণ করতে হবে। কয়েক মাস পর পর এবং বছরের শেষ দিকে তড়িঘড়ি করে ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া পরিহার করতে হবে।
৪. বিগত বছরের ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় প্রদত্ত অনুশাসন, গৃহীত সুপারিশ ও মাসিক রিপোর্টে যে সব অসংগতির কথা বলা হয়েছে তা দ্রুত সংশোধন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫. অনেক উপজেলার কর্মকর্তা ঋণ কার্যক্রমে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট সম্পৃক্ত নন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদেরকে দায়িত্ব পালনে আরো সক্রিয় ও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কাজেই উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব উপজেলায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করবেন। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য (বিতরণ ও খেলাপী আদায়) তিনিও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।
৬. যে সমস্ত ঋণীর প্রকল্পে গৃহীত ঋণ পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে সে সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃজিত হচ্ছে কিনা তা তদারকী ও প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, যা ঋণ কার্যক্রমের ফলাফল তথা অধিদপ্তরের কাজের মূল্যায়নে বিশেষ জরুরী।
৭. মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ৬(গ) কলামে চলতি বছরের বিতরণের ঘরে ১ম দফা বিতরণ ও পরবর্তী দফাসমূহের বিতরণ আলাদাভাবে দেখিয়ে মোট বিতরণ দেখাতে হবে।
৮. অধিক হারে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলার মোট ঋণের সর্বোচ্চ ৪০% ঋণীকে একাধিকবার ঋণ প্রদানের সুযোগ সীমিত রাখা হয়েছে অর্থাৎ মোট ঋণ গ্রহীতার সর্বোচ্চ ৪০% ঋণীকে দফা অতিক্রমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।
৯. যেহেতু উপজেলাসমূহকে সাধারণ, পাহাড়ী, হাওড়, দুর্গম দ্বীপ এবং উত্তরবঙ্গ প্রকল্পভুক্ত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক পারফরমেন্স চুক্তির (অচঅ) অন্তর্ভুক্ত ; সেহেতু কর্তৃপক্ষ আশা করে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ঋণ বিতরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথ নিয়মানুযায়ী প্রতিপালন করে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করবেন।

সংযুক্তি : বর্ণনা মাফিক ছক-১টি


(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন-৯৫৫৯৩৮৯

E-mail - dgdydhq@gmail.com

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা(সকল)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

..... উপজেলা জেলা ।

